দৈনিক বাংলা

045

31 AUG 1987

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৯৪ : ৩১শে আগস্ট, ১৯৮৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্ন

অস্ত্রমুক্ত না হলে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ ব্যাহত হবে বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অভিমত প্রকাশ করেছেন। সিন্ডিকেটের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে গত ১৫ই জুলাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও দুঃখজনক পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত এবং তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অনিশ্চিত হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এই অভিমতের সাথে মতদ্বৈতা পোষণের কোন অবকাশ দেখা যাচ্ছে না। স্বাধীনতাউত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো জাতির জন্য যেমন দুর্ভাগ্যজনক তেমনি লজ্জাকর। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বারবার বোমাবাজি হয়েছে, মারপিট হয়েছে, খুনোখুনি হানাহানি হয়েছে।

আর অস্ত্রের ঝনঝনানির পরিণামে সেখানে এমন আতংকজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্যের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দফায় দফায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক কার্যক্রম বারবার ব্যাহত হয়েছে। সেশন জট বেঁধেছে। পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। চার বছরের কোর্স সাত বছরেও শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

গত ১৫ই জুলাই যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সে প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার পর দেড়মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবী জানাচ্ছে। অনতিবিলম্বে পরীক্ষা নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করতে পারছেন না—কারণ বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই যে আবার অস্ত্রের গর্জন শোনা যাবে না, আবারও যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার পরিবেশ সৃষ্টি হবে না সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারছেন না। নিশ্চিত কেউই নয়। বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, আমাদের —সমগ্র দেশবাসীর দাবী অস্ত্রমুক্ত হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন। সেখানে ফিরে আসুক যথার্থ শিক্ষার গণমানুষের অধিকার ও দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবদান রয়েছে দেশবাসী তার জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং সকল প্রগতিশীল কর্মকান্ডের সূতিকাগার। আর সেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় রণাঙ্গনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রের গর্জন থেকে মুক্ত করতে হবে, শিক্ষার স্বার্থে, দলমতনির্বিশেষে সকল অভিভাবকের স্বার্থে, তরুণদের স্বার্থে তথা সমগ্র জাতির স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।